পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা -১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

স্মারক নং-পসব্য/প্রকা/পরি-২২/২০২০-২১/৯২২ তারিখঃ ২৩.০৯.২০২০ খ্রি.

কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত কর্মসৃজন প্যাকেজের আওতায় বিশেষ ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য জেলা ও শাখা পর্যায়ে করণীয় বিষয়ে ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী ঃ

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নলিখিত তারিখসমূহে ও সময়ে বিভাগভিত্তিক জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপক/উপজেলা সমন্বয়কারীদের সাথে জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগের নাম	সময়	তারিখ
বরিশাল	সকাল (১১.৩০-১২.৩০) টা	১৭/০৯/২০২০
ময়মনসিংহ	দুপুর (১২.৩০-১.৩০) টা	১৭/০৯/২০২০
খুলনা	দুপুর (২-৩) টা	১৫/০৯/২০২০
রংপুর	দুপুর (৩-৪) টা	১৫/০৯/২০২০
ঢাকা	বিকাল (৪-৫) টা	১৫/০৯/২০২০
রাজশাহী	বিকাল (৪-৫) টা	১৪/০৯/২০২০
সিলেট	সকাল (১০-১১) টা	১৫/০৯/২০২০
চট্রগ্রাম	সকাল (১০.১৫-১১.১৫) টা	০৮/০৯/২০২০

উক্ত সভাসমূহে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভা পরিচালনা করেন। এছাড়া ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পরামর্শক জনাব প্রভাস চন্দ্র দাস ও মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপ-পরামর্শক, ঋণ ও সঞ্চয় বিভাগের কর্মকর্তাগণসহ জেলা ও শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ভার্চুয়াল সভা একাধিক দিনে অনুষ্ঠিত হলেও সভার বিষয়বস্তু অভিন্ন থাকায় প্রায় একই রকমের আলোচনা স্থান পায় এবং সামগ্রীকতার নিরীখে শাখার করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করে প্রথমে জানতে চাওয়া হয় "কর্মসৃজন" ঋণ ইতোমধ্যে কোন শাখা বিতরণ করেছে কিনা। কিছু কিছু শাখা "কর্মসৃজন" ঋণ বিতরনের তালিকা করলেও অনেক শাখা এখনও ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা সম্পন্ন করে নাই। যা শুনে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। "কর্মসৃজন" ঋণ নীতিমালা সকলে পাঠ করেছে কিনা জানতে চাওয়া হলে জানানো হয় যে, ঋণ নীতিমালা ইতোমধ্যে পঠিত হয়েছে। প্রকল্প হতে অডিট কার্যক্রম শুরু করায় কোন কোন শাখায় অডিট টিম গমন আবার শাখা ব্যবস্থাপক/উপজেলা সমন্বয়কারী অন্য শাখায় অডিট করতে যাওয়ায় "কর্মসৃজন" ঋণ বিতরণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা অতিদ্রুত সম্পন্ন করণ এবং এর বিস্তারিত যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে প্রত্যেক শাখায় উপযুক্ত সদস্যদেরকে সিলিং অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে। এটি ব্যাংকের ঋণ দান কর্মসূচির অনুদান প্রকৃতির নয়, এটি আদায়যোগ্য বিধায় প্রকৃত ঋণ গ্রহিতাদের বিতরণ করতে হবে। এই ঋণের সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম এবং ঋণ পরিশোধে গ্রেস প্রিরিয়ড দেওয়া আছে। যেসব শাখায় ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে তারা বিশেষ করে সিলেট বিভাগের শাখাসমূহের যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে এ সপ্তাহেই ঋণ বিতরণ করতে পারবে বলে সভাকে জানানো হয়।

ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক জনাব জাকিয়া সুলতানা সিলেট সফরে যাবেন বলে সফরসূচি নির্ধারিত রয়েছে। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মিসেস তানিয়া সুলতানা, সিনিয়র অফিসারকে "কর্মসৃজন" ঋণ বিতরণের অগ্রগতি সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রায় সকল জেলা/শাখা কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, এ মাসের মধ্যেই প্রত্যেক শাখা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ "কর্মসৃজন"

ঋণ বিতরণে সক্ষম হবে। সদস্য যাচাই বাছাই করে তালিকাভিত্তিক বিতরণ ও লক্ষ্যমাত্রা মাঠ সহকারী, জুনিয়র অফিসার (মাঠ)'দের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । মাঠ সহকারীদের নিয়মিত সফরসূচি গ্রহণ ও তার তদারকির জন্য শাখা ব্যবস্থাপকগণকে অধিকতর তৎপর হতে হবে যাতে কর্মীগণ অফিস সময়ে অফিসের কাজে অফিসে/কোন সমিতিতে নিয়োজিত থাকে। অপেক্ষাকৃত কম সুদে এই "কর্মসৃজন" ঋণ গ্রহণে উঠান-বৈঠকের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের সাথে আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পরামর্শকবৃন্দ আলোচনা অংশ নিয়ে পরামর্শ প্রদান করেন ।

সফল বাস্তবায়নে প্রধান উপায় নিবিড় যোগাযোগ-

জেলা ও শাখা কার্যালয় মাসের শুরুতেই ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরী করবে এবং সেই মোতাবেক তাঁরা শাখা ও সমিতি ভিজিট করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক শাখার সফল ও ব্যর্থ কর্মী নির্ধারণ করে প্রতিমাসে ফলোআপ করবেন যা সহকর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলবে। শাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মাসিক মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যা সফলভাবে পরিচালনা করা গেলে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এক ইতিবাচক অবদান রাখা সম্ভব । লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলে তার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। শাখার চলমান অন্যান্য ঋণের লেনদেনে সচলাবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, তা নাহলে "কর্মসৃজন" ঋণও বকেয়া হয়ে পড়বে এবং বিশেষ এই মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন ব্যহত হবে। মাঠপর্যায়ে সকল সহকর্মীদের ফিল্ডমুখি হতে হবে। ফিল্ডের সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে নানা রকম সমস্যা তৈরী হবে যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে এবং এক সময় এটা খুব বড় আকারে দেখা দিতে পারে ।

মনিটরিং জোরদার করতে হবে-

কর্মসৃজন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই শেষে একত্রিত করে অনেক সদস্যের ঋণ একদিনে বিতরণ না করে ব্যাংকের সাধারণ নিয়মে প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। অন্যথায় সকল সদস্যের একত্র করে বিতরণ করতে গেলে যথাযথভাবে বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবেনা এবং ভুল ত্রুটির সৃষ্টি হবে যা পরবর্তীতে অডিটে আপত্তি তুলবে। হস্তমজুদ ব্যাংকের বড় সমস্যা, এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে ব্যাংকিং কার্যক্রমে হস্তমজুদ করে টাকা রেখে দেওয়ার কোন স্বীকৃত ব্যবস্থা নেই। হস্তমজুদ চলমান থাকলে এটি আত্মসাতের পর্যায়ে পড়ে এবং একসময় বড় রকমের আত্মসাতের সৃষ্টি হবে যা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে । শাখার শাখা ব্যবস্থাপক তাঁর মনিটরিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পালন করলে ছোট খাটো সমস্যা হলেও কার্যক্রম পরিচালনায় কোন বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার সুযোগ থাকবেনা। শাখা ব্যবস্থাপকগণ যদি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তাহলে জটিল সমস্য তৈরী হতে পারে, যার দায়-দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপক কোনভাবেই এড়াতে পারবেন না।

সিদ্ধান্ত ঃ

সিলিং অনুযায়ী যাচাই বাছাই অন্তে নীতিমালা অনুসরণ করে "কর্মসৃজন" ঋণ বিতরণ করতে হবে।সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি বিষয়ে পুনরায় জুম মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে ঋণ বিতরণ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরিত ছকে প্রেরণ করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপক/উপজেলা সমন্বয়কারীদের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং জেলা কার্যালয়কে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সঠিকভাবে শাখা পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে ও সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে ভিডিও কনফারেন্স সমাপ্ত করা হয়।

Tanvir Hasan
23-09-2020

(মোঃ তানভীর হাসান মজুমদার)
সিনিয়র অফিসার
সদস্য সচিব

(মোঃ কামাল হোসেন গাজী)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভাপতি